দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 17 OCT 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

(2)

21

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে

শিক্ষাঙ্গনে

১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা থাকবে কি থাকবে না— এটা নিয়ে সারাদেশের ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক মহল অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। বিটিভি'র "অভিমত" অনুষ্ঠানেও স্পষ্টভাবে কিছুই বলা হয়নি। অথচ ১৯৯৩ সালের পরীক্ষার্থীদের আর মাত্র সময় আছে পাঁচ মাস। যেখানে দু'বছর পড়াশুনা করে অনেক ছাত্র-ছাত্রী ভাল ফলাফল করতে পারেনি, সেখানে মাত্র পাঁচ মাস পূর্বেও আমরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছি। এটা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

আমাদের দাবী-দাওয়াসমূহ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

১) টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রদত্ত ৫০০ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর তোলা যাবে না এবং ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা দিতে হবে।

২) নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক পরীক্ষায় যৌথভাবে পাস অর্থাৎ দু'টি মিলে ৩৩ পেলে পাস ধরতে হবে।

৩) টাস্কফোর্স-এর ৫০০ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের বাইরে প্রশ্ন করা যাবে না।

৪) ইংরেজী ২য় পত্রে রচনার HINTS তুলে দিতে হবে।

উপরোল্লেখিত বিষয়গুলি বিবেচনাপূর্বক ১৯৯৩ সালের পরীক্ষা পদ্ধতি ১৯৯২ সালের ন্যায় নেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের নিকট বিনীত অনুরোধ করছি।

—মোহাম্মদ মঈন উদ্দীন,